কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

দারুল ইহসানের সনদ বৈধ করতে মাউশি অধিদপ্তরের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গত বছর আদালত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্যাম্পাসকে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিয়েছে। এখন এই নামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই। কিন্তু সেই অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদকেই বৈধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কর্মকর্তাদের আপত্তির মুখে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হয়েছে।

জানা যায়, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা দেশে কত ক্যাম্পাস ছিল আর এখান থেকে কত সনদ দেওয়া হয়েছে এর কোনো হিসাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির কাছে নেই। তবে ২০১৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন পক্ষের ১০৪টি ক্যাম্পাসকে অবৈধ ঘোষণা করে এগুলো বন্ধ করতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের চিঠি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর গত বছরের ১৩ এপ্রিল আদালত এক রায়ে দারুল ইহসানের সব ক্যাম্পাসকে অবৈধ ঘোষণা করেন। তবে ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, ২০০৬ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাণিজ্য ব্যাপক আকার ধারণ করে।

সভা সূত্রে জানা যায়, মাউশি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়, আদালত বিশ্ববিদ্যালয়কে অবৈধ ঘোষণা করলেও এর সনদকে অবৈধ ঘোষণা করেনি। ফলে আদালতের রায়ের আগে যাঁরা সনদ পেয়েছেন তাঁদের সনদ বৈধ। কিন্তু ইউজিসির প্রতিনিধি বলেন, আদালতের রায়ের বাইরে আমাদের যাওয়ার সুযোগ নেই। আর রায়ের কোনো ভুল ব্যাখ্যাও যাতে কেউ না দিতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।